দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24-DEC-2002
পৃষ্ঠা 12 কলাম

উপবৃত্তি

নতুন ঘোষণা বাস্তবায়নে বিভ্রান্তি

হাফিজুর রহমান সিকদার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান ঘোষণার অন্তরালে যে ফাঁকটি থেকে গেল তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে গৌণ করে দেখা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যন্ত জনপদে প্রকৃত অর্থে যারা বসবাস করেন তারা সকলেই আর্তপীড়িত বিত্তহীন সম্প্রদায়ের লোক। ধনী ও মধ্যবিত্ত, বিত্তশালী সম্প্রদায় বলতে স্বাধীনতার পর আর কেউ গ্রামে নেই। পরিবার পরিজন নিয়ে তারা আজ শহরেই তাদের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন। অপরদিকে, গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুঁটিনাটি নানান বিষয় নিয়ে লেগে থাকে নানা দ্বন্দ্ব, যাকে অনেকেই বলে থাকে 'ভিলেজ পলিটিক্স'। আর এ থেকে এই উপবৃত্তি দেয়া-নেয়ার বিষয়টিও বাদ পড়ে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে দেয়ার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য একটি অবিশ্বাস্য আশার দিক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এরকম সরকারী ব্যবস্থাপনা জারি থাকলে আগামী ২/৪ বছরের মধ্যে দরিদ্র কর্মজীবী নব্বইজন শিশু-কিশোর স্কুলমুখী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে নতুন ঘোষণাটি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে 'ডাল মে কুছ কালা হায়।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে পরোক্ষভাবে যে রহস্যটি লুকিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে, পূর্বের ছকে শতকরা চল্লিশ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ২৫ টাকা করে উপবৃত্তি দেয়া হত, এখন এ চল্লিশ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ২৫ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করে দেয়া হবে, নাকি পূর্বের যে চল্লিশ ভাগ ছাত্রছাত্রী ২৫টাকা উপবৃত্তি পেত, বর্তমানে সেই চল্লিশ ভাগ ছাত্রছাত্রীই কেবল আগের তুলনায় আরও তিনগুণ বেশী টাকা পাবে? আর ঐ বঞ্চিত ষাট ভাগ ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে কিছুই জুটল না? সুতরাং নতুন এই ঘোষণার পরও প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই পুরনো কষ্ট বা বেদনার কোন লাঘব ঘটল কি? উপরন্তু এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে একটা হিংসার রেশ ছড়িয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ নিয়ে একটি ধূম্রজাল সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। আর এই জটিলতার রেশ অভিভাবকদের মধ্যেও প্রবেশ করবে।

যদিও দেশের বিবেচক মানুষের প্রাণের কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাড়তি উপবৃত্তি প্রদান ঘোষণা গ্রামবাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সহায়তার জন্য ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে, তবে গ্রামবাংলার আর্তপীড়িত শিক্ষা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান ঘোষণার অন্তরালে যে ফাঁকটি থেকে গেল তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে গৌণ করে দেখা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যন্ত জনপদে প্রকৃত অর্থে যারা বসবাস করেন তারা সকলেই আর্তপীড়িত বিত্তহীন সম্প্রদায়ের লোক। ধনী ও মধ্যবিত্ত, বিত্তশালী সম্প্রদায় বলতে স্বাধীনতার পর আর কেউ গ্রামে নেই। পরিবার পরিজন নিয়ে তারা আজ শহরেই তাদের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন। অপরদিকে, গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুঁটিনাটি নানান বিষয় নিয়ে লেগে থাকে নানা দ্বন্দ্ব, যাকে অনেকেই বলে থাকে 'ভিলেজ পলিটিক্স'। আর এ থেকে এই উপবৃত্তি দেয়া-নেয়ার বিষয়টিও বাদ পড়ে না। 'আমার ছেলে পেল না অথচ তুমি আমার চাইতেও সচ্ছল ব্যক্তি, তোমার ছেলে কি করে উপবৃত্তি পেল? ঠিক আছে তাহলে তোমাকে দেখে নিতে না পারলেও মাস্টার বেটাকে দেখে নিচ্ছি, এধরনের প্রতিহিংসামূলক ঘটনাও এর ফলে ঘটতে দেখা যায়। আর মাস্টার বা শিক্ষকরাও পড়েন বিপাকে। নানারকম চাপে তটস্থ থাকেন তারা। কোনভাবেই যেন সুষ্ঠু সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারছেন না তারা। ফলে পড়াশুনার পরিবেশে নানাবিধ সমস্যারও সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমার এলাকার কয়েকজন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে আলাপ করেও এ ঘটনার সত্যতা জানতে পারলাম। তাই ভুক্তভোগী অভিভাবক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষকদের মতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নতুন ঘোষণা অনুসারে এই বাড়তি উপবৃত্তিকে পুরাতন মডেলে না দিয়ে নতুন মডেল বা সিস্টেম তৈরী করে দিলে প্রকৃত উপযোগী ছাত্রছাত্রীর জন্য এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। আর উপবৃত্তি পাওয়ার ব্যাপারে সকল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দও যারপরনাই উপকৃত হতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে নতুন ঘোষিত এই উপবৃত্তির বাড়তি টাকাসহ শতকরা একশ' জনকেই ষাট টাকা করে প্রদান এবং যৌথ একই পরিবারের ভাই-বোন ছাত্রছাত্রীকে ১২৫ টাকা করে প্রদান করা যেতে পারে।

শিক্ষার আলোবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে বিষয়টি সু বিবেচনার আবেদন করছি।

ইকরা একাডেমী
হাউজিং কদমতলা
কুষ্টিয়া।